

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১০, ২০১১

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৪ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১৭ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৯২-আইন/২০১১—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ৪৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

প্রথম অধ্যায়ঃ সাধারণ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রয়োগ।—(১) এই প্রবিধানমালা ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃসংযোগ), কর্তৃপক্ষ প্রবিধানমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়—

(১) “অভিকর” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পানি, বা ক্ষেত্রমত, পয়ঃ অভিকর ;

(২) “আইন” অর্থ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন);

(১৪৭২৯)

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

- (৩) “ইমারত” অর্থ মনুষ্য বসবাস, পশুর আশ্রয়ণ অথবা যে কোন প্রকার সম্পদ সংরক্ষণার্থে নির্মিত বা কোন ধাতবাংশ দ্বারা বেষ্টিত অবকাঠামো;
- (৪) “ওয়াটার মেইন” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত ও সংরক্ষিত পানি সরবরাহ লাইন;
- (৫) “কর্তৃপক্ষ” অর্থ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃ সংযোগ) কর্তৃপক্ষ;
- (৬) “চেয়ারম্যান” অর্থ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান;
- (৭) “তফসিল” অর্থ এই প্রবিধানমালার তফসিল;
- (৮) “ধারা” অর্থ আইনের কোন ধারা;
- (৯) “নির্ধারিত হার” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পানি অভিকর এবং অন্যান্য কর, ফিস ও জামানত;
- (১০) “পানির সংযোগ” অর্থ কর্তৃপক্ষের আদেশে প্রদত্ত পানির সংযোগ;
- (১১) “পয়ঃ সংযোগ” অর্থ পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত পয়ঃ সংযোগ;
- (১২) “প্রধান প্রকৌশলী” অর্থ কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী;
- (১৩) “প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা” অর্থ কর্তৃপক্ষের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা;
- (১৪) “প্লাম্বিং সিস্টেম” অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত পানির লাইন, কোন ভবন, স্থাপনা বা হোল্ডিং এর অভ্যন্তরে বা তৎসংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পানি চলাচল ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে নির্মিত পাইপ লাইন;
- (১৫) “ফরম” অর্থ তফসিলের কোন ফরম;
- (১৬) “বোর্ড” অর্থ কর্তৃপক্ষের বোর্ড;
- (১৭) “ব্যাক-ফ্লো” অর্থ উদ্দিষ্ট উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে পানি অথবা অন্য কোন তরল পদার্থ মিশ্রণ অথবা পদার্থের প্রবাহ পানির সরবরাহ লাইনে প্রবেশ;
- (১৮) “হোল্ডিং” অর্থ প্রবিধান ৩ এ শ্রেণী বিন্যাসকৃত কোন হোল্ডিং;
- (১৯) “হোল্ডিং এর মালিক” অর্থ কোন হোল্ডিং এর মালিক এবং মালিক ব্যতীত মালিকের আইন সম্মত কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি অথবা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ আইনসম্মতভাবে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

৩। হোল্ডিংয়ের শ্রেণীবিন্যাস—(১) কর্তৃপক্ষ ব্যবহারের ধরণ বিবেচনা করিয়া উহার অধিক্ষেত্রের হোল্ডিংসমূহ নিম্নোক্তভাবে শ্রেণীবিন্যাস করিতে পারিবে, যথা :—

- (ক) আবাসিক : সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বাসস্থান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা উক্তরূপ অবকাঠামোর ব্যবহৃত অংশ আবাসিক বা সামাজিক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে।
- (খ) বাণিজ্যিক : কোন বাণিজ্যিক পণ্য বা সেবার ক্রয়-বিক্রয়, বিপণন বা মুনাফা অর্জিত হয় এইরূপ যে কোন বা সকল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন ভবন অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যবহৃত কোন ভবন বা অবকাঠামোর উক্তরূপ ব্যবহার বাণিজ্যিক শ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইবে।
- (গ) শিল্প প্রতিষ্ঠান : সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন উৎপাদন, মূল্য-সংযোজন বা প্রক্রিয়াকরণের কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পানির সংযোগ

৪। পানির সংযোগ গ্রহণের আবেদন ।—(১) পানির সংযোগ গ্রহণের জন্য কোন হোল্ডিং এর মালিক ফরম-১ক এ আবেদন করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, হোল্ডিং এর মালিক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে তাকে হোল্ডিং এর মালিকের নিকট হইতে আইনসম্মত ক্ষমতাপত্র আবেদনপত্রের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিল ও তথ্যাদি দাখিল করিতে হইবে, যথা :—

- (ক) যে হোল্ডিং এ পানির সংযোগের জন্য আবেদন করা হইতেছে সেই হোল্ডিং এর মালিকানার প্রমাণসহ ইমারত নকশা ও সাইট প্ল্যান;
- (খ) উক্ত হোল্ডিং এ বিদ্যমান অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রস্তাবিত প্লাম্বিং সিস্টেম;
- (গ) কোন ফায়ার হাইড্রান্ট, পার্ক বা বাগানের ক্ষেত্রে, সাইট প্ল্যানসহ, ক্ষেত্রমত, বিদ্যমান বা প্রস্তাবিত প্লাম্বিং সিস্টেম।

(৩) পানির সংযোগ প্রদানের পূর্বে উপ-প্রবিধান (২) এ বর্ণিত সাইট প্ল্যান ও প্লাম্বিং সিস্টেম প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পূর্বে কোন প্লাম্বিং সিস্টেম স্থাপিত হইয়া থাকিলে পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক বিদ্যমান প্লাম্বিং সিস্টেমে কোনরূপ পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে উহা প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত হইবে এবং অনুরূপ পরিবর্তন ব্যতীত কোন সংযোগের অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(৪) প্রধান প্রকৌশলী প্রয়োজন মনে করিলে, আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত যে কোন বা সকল দলিল উহা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন।

(৫) জনস্বার্থ বিবেচনাপূর্বক ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন মডুস জোনসমূহ বা অন্য কোন স্থানে আবেদনপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৫। **অনুমতিপূর্ব পরিদর্শন ও প্রতিবেদন।**— (১) প্রবিধান ৪ এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃপক্ষের কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রস্তাবিত পানি সংযোগের স্থান ও স্থাপনা, পানি সরবরাহ লাইন, প্লাম্বিং সিস্টেমস, সাইট প্ল্যান এবং বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানির প্রাপ্যতা ইত্যাদি পরিদর্শন ও পরীক্ষার মাধ্যমে পানির সংযোগ প্রদানের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা নিরূপণ করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রধান প্রকৌশলী বরাবর দাখিল করিবেন।

(২) আবেদনপত্র দাখিলের ত্রিশ দিনের মধ্যে উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত পরিদর্শন ও পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণে উক্ত ত্রিশ দিন সময়ে পরিদর্শন ও পরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, পরিদর্শন কর্মকর্তা উক্তরূপ ব্যর্থতার যথাযথ কারণ লিখিতভাবে প্রধান প্রকৌশলীকে জানাইবেন এবং প্রধান প্রকৌশলীর নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি এই সময় আরও ত্রিশ দিন বর্ধিত করিতে পারিবেন। বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিদর্শন ও পরীক্ষা সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিবেন।

৬। **পানি ও পয়ঃ লাইনের ব্যবধান।**—(১) পয়ঃ ও পানির লাইন পৃথক থাকিবে এবং এই দুই লাইনের মধ্যে সমান্তরালে অন্ততঃ ১০ (দশ) ফুট এবং উল্লম্বিক অন্ততঃ ০১ (এক) ফুট ব্যবধান থাকিবে।

(২) যদি হোল্ডিং এর অবস্থানগত কারণে পয়ঃ লাইন ও পানির লাইনের মধ্যে উপ-প্রবিধান (১) বর্ণিত সামান্তরিক ১০(দশ) ফুট ব্যবধান কোনভাবেই রাখা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পয়ঃ ও পানির লাইনের মধ্যে উল্লম্বিক ০২ (দুই) ফুটের ব্যবধান রাখিয়া সমান্তরালে ১০(দশ) ফুটের কম ব্যবধানে লাইন দুইটি স্থাপন করা যাইতে পারে।

(৩) পয়ঃ লাইন অবশ্যই পানির লাইনের নীচে বসাইতে হইবে, কোনক্রমেই পয়ঃ ও পানির লাইন একই পরিখায় বসানো যাইবে না।

(৪) পয়ঃ ও পানির লাইন একে অপরকে কোনভাবেই অতিক্রম (cross) করিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এইরূপ ক্রসিং কোনভাবেই এড়ানো যায় না, সেক্ষেত্রে, প্রধান প্রকৌশলী প্রস্তাবিত প্ল্যান পরীক্ষা করিয়া, প্রয়োজনানুযায়ী, পানির লাইন স্থাপন বিষয়ে তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত নির্দেশনা দিতে পারিবেন।

৭। পানির সংযোগ প্রদান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত।—(১) প্রবিধান ৫ এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ বিবেচনাক্রমে, পানির সংযোগ প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে উক্ত সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে জানাইবেন।

(২) সংযোগের আবেদন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, সিদ্ধান্ত জ্ঞাত করিবার সময় প্রত্যাখ্যানের কারণও আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে।

(৩) সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, প্রবিধান ৮ এর অধীন সংযোগ ফী, পানির সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পাইপ-ফিটিংস এর বিবরণ এবং অন্য কোন শর্ত, যদি থাকে, লিখিতভাবে আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে।

(৪) প্রধান প্রকৌশলী কোন হোল্ডিং এ অনধিক ১" (এক ইঞ্চি) ব্যাসের পাইপে পানি সংযোগ অনুমোদন করিতে পারিবেন এবং তদূর্ধ্ব ব্যাসের পাইপে পানি সংযোগ প্রদান আবশ্যিক হইলে সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। সংযোগ ফী, ইত্যাদি।—প্রবিধান ৭ এর অধীন কোন আবেদনকারীর হোল্ডিং এ পানির সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে, উক্ত আবেদনকারীকে এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফী এবং প্রবিধান ৯ এর অধীন নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে।

৯। নিরাপত্তা জামানত।—(১) কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী সংযোগ প্রদানের পূর্বে একজন আবেদনকারীকে বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কোন কারণে সংযোগ সমর্পণ করা হইলে নিরাপত্তা জামানতের টাকা সুদবিহীন ফেরৎ দেওয়া হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারীর নিকট কর্তৃপক্ষের কোন পাওনা নিরাপত্তা জামানত হইতে কর্তন করিয়া রাখিবার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ জামানতের অর্থ একটি পৃথক ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ করিবে।

(৪) জামানতের হার মুদ্রাস্ফীতি এবং অভিকরের হারের আলোকে প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসরে একবার পর্যালোচনাপূর্বক কর্তৃপক্ষ পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৫) প্রত্যেক জামানত প্রদানকারীর অনুকূলে জামানতের অর্থের রশিদ প্রদান করা হইবে।

১০। সংযোগ পাইপ স্থাপন ও ব্যয়।—(১) প্রতিটি পানির সংযোগের ক্ষেত্রে সরবরাহ লাইনের পাইপের ব্যাস প্রবিধান ৭ এর উপ-প্রবিধান (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশানুসারে হোল্ডিং এর সুবিধাজনক স্থানে মিটার চেম্বার স্থাপন করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র ওয়াটার মেইন হইতে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এর মিটার চেম্বার পর্যন্ত সার্ভিস লাইন দেওয়া হইবে।

(৩) সকল সংযোগের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মানের পাইপ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৪) ফ্ল্যাট সমৃদ্ধ হোল্ডিং এর এক বা একাধিক বা সকল ফ্ল্যাটের জন্য ওয়াটার মেইন হইতে পৃথক সংযোগ গ্রহণ করা যাইবে।

(৫) পানির পাইপ ফিটিংস সংগ্রহ ও উহার স্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় আবেদনকারীকে বহন করিতে হইবে।

১১। সংযোগ ফী, ইত্যাদি পরিশোধ।—(১) প্রবিধান ৭ এর অধীন সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রবিধান ৮ এর অধীন নির্ধারিত সংযোগ ফী, নিরাপত্তা জামানত এবং অন্যান্য চার্জ, যদি থাকে, জমা দিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফী ও চার্জ, যদি থাকে, জমা দিতে ব্যর্থ হইলে আবেদনকারীর অনুকূলে পানির সংযোগদানের সিদ্ধান্ত বাতিল করা যাইতে পারে।

১২। সংযোগ স্থানান্তর কিংবা সংযোগের আকার বৃদ্ধিকরণ।—(১) সংযোগ স্থানান্তর কিংবা সংযোগের আকার বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রধান প্রকৌশলীর নিকট ফরম-২ক এ আবেদন করা যাইবে এবং এইরূপ আবেদন করা হইলে প্রবিধান ৫ এ নির্ধারিত পন্থায় পরিদর্শনান্তে প্রধান প্রকৌশলী আবেদন বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(২) সংযোগ স্থানান্তর কিংবা সংযোগের আকার বৃদ্ধির আবেদন মঞ্জুর করা হইলে, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রবিধান ৮, ৯ ও ১০ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যমান পানি সংযোগের অভিকরসহ কর্তৃপক্ষের অন্যান্য অভিকর বকেয়া থাকিলে এইরূপ স্থানান্তর কিংবা আকার পরিবর্তন করা হইবে না।

১৩। পানির মিটার।—(১) মিটার স্থাপন ব্যতীত কোন হোল্ডিংয়ে এবং, ক্ষেত্রমত, কোন ফ্ল্যাটে পানির সংযোগ দেওয়া হইবে না।

(২) প্রতিটি সংযোগের জন্য আবেদনকারীকে নিজ ব্যয়ে মিটার সংগ্রহ করিতে হইবে।

(৩) মিটারের আকার প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং কোন হোল্ডিংয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হইলে, উক্ত হোল্ডিং এ বিদ্যমান সংযোগের বকেয়া পানি অভিকরসহ অন্যান্য অভিকর পরিশোধ না করা পর্যন্ত নূতন সংযোগ দেওয়া হইবে না।

১৪। অস্থায়ী সংযোগ।—(১) এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, বিশেষ অবস্থা বিবেচনা করিয়া, সংযোগের আকার অনুসারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফী পরিশোধ সাপেক্ষে, অনূর্ধ্ব ০১ (এক) মাস সময়ের জন্য মিটারবিহীন পানির অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

(২) সাধারণভাবে ১'' (এক ইঞ্চি) এর অধিক ব্যাসের অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন, প্রদর্শনী এবং অন্য কোন প্রয়োজনে প্রধান প্রকৌশলী, অধিক ব্যাসের অস্থায়ী সংযোগ প্রদান বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান সত্ত্বেও, কোন নির্মাণাধীন স্থাপনার ক্ষেত্রে, উক্তরূপ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য মিটারবিহীন অস্থায়ী সংযোগ দেওয়া যাইতে পারে।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোন সংযোগের ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অনুমোদনক্রমে, অধিক ব্যাসের অস্থায়ী সংযোগ দিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, নির্মাণ কাজের সম্পন্নকৃত অংশ যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য হইলে উক্ত সম্পন্নকৃত অংশের জন্য মিটার স্থাপন করিতে হইবে এবং স্থাপনার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ মিটারবিহীন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে।

(৫) এই প্রবিধানের কোন বিধান কোন অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে, মিটার স্থাপন বারিত করিবে না।

১৫। বস্তিতে পানি সংযোগ —(১) এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, কর্তৃপক্ষ জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র বিমোচন বিবেচনায় বস্তিতে পানির সংযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোন বস্তিতে প্রদত্ত পানির সংযোগের ফিস, অন্যান্য ব্যয় এবং অভিকরের হার কোনক্রমেই আবাসিক হারের অধিক হইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে, বস্তির পানির অভিকর আবাসিক বা সামাজিক অভিকরের হার অপেক্ষা কম হারে নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তিতে পানি সংযোগের জন্য স্থানীয় সহায়ক সংগঠন অতঃপর এই প্রবিধানে উক্ত সংগঠন বলিয়া উল্লিখিত, সরাসরি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উক্ত সংগঠন এর বরাবরে সংযোগ প্রদান করিবে এবং উক্ত সংগঠন নিয়ম অনুযায়ী কর্তৃপক্ষকে পানি অভিকর প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বস্তি উচ্ছেদ করিয়া কোন উন্নয়ন কাজ করিতে চাহিলে উক্ত বস্তিতে প্রদত্ত পানি সংযোগের স্থাপন ব্যয় ও বকেয়া অভিকর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তিতে জমির মালিক সরাসরি পানি সংযোগের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সংযোগ প্রদান করা হইবে এবং মালিক যথানিয়মে অভিকর প্রদান করিবেন।

(৫) ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তিতে জমির মালিক সংযোগ গ্রহণে অপারগ হইলে উক্ত সংগঠন, মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি আবেদন করিতে পারিবে এবং যথানিয়মে সংযোগ প্রদান করা হইবে। উক্ত সংগঠন কর্তৃপক্ষকে যথানিয়মে অভিকর প্রদান করিবে। মালিক বস্তি উচ্ছেদ করিয়া জমিতে উন্নয়ন বা নির্মাণ কাজ করিতে চাহিলে মালিক পানি সংযোগের স্থাপন ব্যয় এবং বকেয়া অভিকর প্রদান করিবেন।

(৬) মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত নহে এমন জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তিতে উক্ত সংগঠন পানি সংযোগের আবেদন করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ যথানিয়মে সংযোগ প্রদান করিবে এবং উক্ত সংগঠন যথানিয়মে অভিকর প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর জমির মালিক বস্তি উচ্ছেদ করিয়া কোন নির্মাণ কাজ করিতে চাহিলে মালিক পানির সংযোগ স্থাপন ব্যয় ও বকেয়া অভিকর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) উক্ত সংগঠন বস্তির অভ্যন্তরে পানি বিতরণ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং ওয়ার্ড সেনিটেশন টাক্স ফোর্স উহার কর্মকাণ্ড মনিটর করিবে।

(৮) এই প্রবিধানে যাহাই থাকুক না কেন কোন বস্তিতে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা ভূমি মালিকানার প্রমাণপত্র (দলিল দস্তাবেজ, ইত্যাদি) প্রদর্শন করিয়া এককভাবে উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থার নামে পানি সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৯) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ কল্পে বস্তিবাসীদের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ভর্তুকি প্রদান অথবা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট হইতে সাহায্য লইয়া প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সংযোগ খরচ নির্বাহ করিতে পারিবে।

(১০) কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজন মনে করিলে, বাংলাদেশে কর্মরত কোন বেসরকারি সংস্থা বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিকট হইতে এইরূপ পানি সরবরাহে এবং অভিকর আদায়ে সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১১) এই ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠনকে ফরম ৩ক এ আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদন অনুমোদনের পর ফরম ৪ক এ কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।

১৬। গভীর নলকূপ স্থাপনে অনুমতি ও নবায়ন ফি।—কর্তৃপক্ষ উহার এখতিয়ারাধীন যে সব এলাকায় পানি সরবরাহের নেটওয়ার্ক বিদ্যমান নাই সেইসব এলাকায় পানি সরবরাহের নেটওয়ার্ক স্থাপন না করা পর্যন্ত ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানায় গভীর নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অনুমতি ফী এবং নবায়ন ফী আদায় করিবে।

১৭। ক্রেটিসমূহ নিরসন।—(১) যখনই সার্ভিস লাইনের প্লাম্বিং সিস্টেম ক্রেটিয়ুক্ত, অসন্তোষজনক অথবা এই প্রবিধানমালার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখন এইগুলিকে পরিদর্শন এবং পরীক্ষণ করিতে হইবে এবং উদ্ঘাটিত যে কোন ক্রেটি মালিকের দৃষ্টিগোচরে আনা হইবে যিনি প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রেটিসমূহ মেরামত বা সংশোধন করিবেন।

১৮। ছিদ্র দ্বারা পানির ক্ষরণ এবং অপচয়।—মিটারবিহীন সংযোগে যখনই কোন ছিদ্র দ্বারা পানি ক্ষরণ, উপচানো অথবা অন্য কোন ত্রুটি এবং মিটারযুক্ত সংযোগের ক্ষেত্রে, প্লাম্বিং সিস্টেমে কোন ত্রুটি পানির অপচয় ঘটায় অথবা সরবরাহে কোন বিঘ্নের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মকর্তার নজরে আসে তখন মালিককে নির্দিষ্ট সময় দিয়া ত্রুটি সংশোধন বা মেরামতের নোটিশ দিতে হইবে।

১৯। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।—(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে গৃহীত সংযোগ অথবা অনুমোদন অনুসারে যথাযথভাবে নির্মিত নহে এমন পানির সংযোগ অবৈধ সংযোগ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং কর্তৃপক্ষ বা তদ্ব্যবস্থাপক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসরণক্রমে যে কোন অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে কোন হোল্ডিংয়ের মালিককে ১০ (দশ) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক কর্তৃপক্ষ যে কোন পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে অথবা যে কোন হোল্ডিংয়ের পানি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে, যথাঃ—

- (ক) যদি কোন হোল্ডিং বা মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করা না হইলে অথবা কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন;
- (খ) যদি মালিক কর্তৃপক্ষের পানির অভিকর, ফি, সারচার্জ ইত্যাদি অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন পাওনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;
- (গ) যদি মালিক এই প্রবিধানমালার পরিপন্থী কোন পন্থায় সার্ভিস লাইনে হস্তক্ষেপ করেন, ক্ষতিসাধন করেন, পরিবর্তন ঘটান অথবা কোন পন্থায় উহা বিকৃত করেন;
- (ঘ) সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী, কোন পরীক্ষণ অথবা সংযোগ ট্যাপসমূহ পরিদর্শন অথবা হোল্ডিংয়ের প্লাম্বিং সিস্টেমের কোন লাগোয়া সরঞ্জামাদি পরিদর্শন, অভিকর আরোপ মূল্যায়ন অথবা মিটার রিডিং এর জন্য হোল্ডিংয়ে প্রবেশে মালিক কর্তৃক বাধা দেওয়া হয় কিংবা প্রত্যাখ্যাত হয়;
- (ঙ) যদি ভূ-গর্ভস্থ রিজার্ভার হইতে পানি চুঁয়ায় অথবা উপচায় সার্ভিস পাইপে বা প্লাম্বিং সিস্টেম হইতে পানি চুঁয়ায় অথবা সার্ভিস লাইন বা প্লাম্বিং সিস্টেম এই প্রবিধানমালা অনুসারে পরিচালনা ও সংরক্ষণ করা না হয়।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর দফা (ক) ও (খ) অনুসারে যে কোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার পূর্বে বা পানি সরবরাহ বন্ধ করিবার পূর্বে মালিককে ত্রিশ দিনের এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে দশ দিনের লিখিত পূর্ব নোটিশ দিতে হইবে।

২০। পুনঃসংযোগ।—প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশক্রমে প্লাম্বিং সিস্টেমের ত্রুটি সংশোধনের পর অথবা এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার নির্দেশ পালনের পর পুনঃ সংযোগের জন্য আবেদন করা যাইবে এবং উক্তরূপ আবেদন করা হইলে, ক্ষেত্রমতে, বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে পুনঃসংযোগ ফীসহ পানির বকেয়া অভিকর ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করা হইলে, প্রধান প্রকৌশলী পুনঃসংযোগ স্থাপনের অনুমতি দিবেন।

২১। সংযোগ নিয়মিতকরণ।—(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়ম বহির্ভূত সংযোগ গ্রহণকারীর নিকট হইতে আইনের ধারা ৫২ অনুসারে অর্ধদণ্ড আদায়সহ যে পানির লাইন হইতে সংযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে উহা কমিশনের তারিখ অথবা যে তারিখে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ে নির্মাণ কাজ শুরু হইয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে পরের তারিখ হইতে কার্যকর করিয়া উক্ত সময়ে প্রযোজ্য নির্ধারিত হারে অভিকর আদায়পূর্বক সংযোগ নিয়মিত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক উক্তরূপ নির্দেশের ক্ষেত্রে একটি নূতন সংযোগ প্রদানের আবেদন হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হইবে এবং গ্রাহকের খরচে সংযোগস্থল খুঁড়িয়া মূল পানির লাইনে গৃহীত সংযোগের ব্যাস, কারিগরীর যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(২) মিটার চুরি হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মালিক সংশ্লিষ্ট থানায় এজাহার দায়ের করিতে পারেন এবং মামলাটি তদন্তাধীন থাকা অবস্থায় এজাহার এর প্রত্যায়িত কপিসহ পরবর্তী মিটার ক্রয় করিয়া উহা স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বা রাজস্ব কর্মকর্তার বরাবরেও মিটার চুরি যাওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, থানায় রেকর্ডকৃত সাধারণ ডায়েরী এই বিধির উদ্দেশ্যে গ্রহণযোগ্য হইবে না।

২২। পানির উৎপাদন ও সরবরাহ পার্থক্য নিরূপণ।—(১) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক যৌথভাবে প্রতি তিন মাস অন্তর মোট পানির উৎপাদন ও উৎপাদনের বিপরীতে প্রকৃত বিল জারী পরীক্ষা করিয়া হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণ নির্ণয় এবং কি কারণে উক্তরূপ পানি হিসাব বহির্ভূত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিয়া ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক উহা বোর্ডকে নিয়মিত অবহিত করিবেন।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এরূপ হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণ হ্রাসে যথায়থ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন দাখিলকৃত প্রতিবেদন Under billing চিহ্নিত হইলে সংশ্লিষ্ট রাজস্ব পরিদর্শক বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) প্রতি বছর হিসাব বহির্ভূত পানির পরিমাণ ২% হারে হ্রাস করিয়া আগামী দশ বৎসরের মধ্যে উহা নূনতম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনিতে হইবে।

২৩। লঙ্ঘন করার নোটিশ।—আইন বা তদধীন প্রণীত কোন প্রবিধানমালার প্রবিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, লঙ্ঘনের নোটিশ নিবন্ধনকৃত ডাকে অথবা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত কর্মচারী দ্বারা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিক বরাবরে জারী করিতে হইবে।

২৪। বর্জ্য পানি নিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ।—কোন হোল্ডিংয়ের বর্জ্য পানি নিষ্কাশনের এবং নির্গমনের পর্যাপ্ত কার্যকর ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কোন পানি সংযোগের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

২৫। ভিন্ন উৎস হইতে সংযোগ প্রদান নিষিদ্ধ।—কর্তৃপক্ষের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার বহির্ভূত কোন উৎস হইতে পানি সংযোগ গ্রহণের অনুমতি কোনক্রমেই দেওয়া হইবে না।

২৬। পানি সরবরাহ পাইপ এবং নর্দমা প্রণালীর মধ্যে সংযোগ নিষিদ্ধ।—কর্তৃপক্ষের পানি সরবরাহ পাইপ এবং নর্দমা অথবা নির্গমন পাইপের মধ্যে দিয়া পানির সংযোগের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

২৭। নিয়মিত পানি সরবরাহ।—প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অন্য কোন কারণে পানি সরবরাহে বিঘ্নের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর কোন দায় বর্তাইবে না। কিন্তু যথাশীঘ্র সম্ভব পানি সরবরাহ পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায় : পয়ঃসংযোগ

২৮। পয়ঃ সংযোগ গ্রহণের আবেদন—(১) পয়ঃ সংযোগ গ্রহণের জন্য প্রবিধান ৩৯ এর অধীন বস্তি এলাকায় পয়ঃসংযোগ ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে কোন হোল্ডিং-এর মালিক ফরম ১খ অথবা ক্ষেত্রমত, ফরম ২খ এ আবেদন করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, হোল্ডিং স্বত্বাধিকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি আবেদন করিলে তাহাকে হোল্ডিং-এর স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে আইনসম্মত ক্ষমতাপত্র আবেদনপত্রের সহিত সংযোজন করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত হোল্ডিং-এর মালিকানার প্রমাণসহ ইমারত, নকশা, সাইট প্ল্যান ও পয়ঃ প্রণালী পরিকল্পনা দাখিল করিতে হইবে।

(৩) পয়ঃসংযোগ প্রদানের পূর্বে-উপ-প্রবিধান (২) এ বর্ণিত সাইট প্ল্যান ও পয়ঃপ্রণালী পরিকল্পনা প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার পূর্বে কোন পয়ঃপ্রণালী স্থাপিত হইয়া থাকিলে পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক বিদ্যমান পয়ঃপ্রণালী পরিদর্শনপূর্বক কোনরূপ পরিবর্তন প্রয়োজন হইলে উহা প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং-এর মালিক অনুরূপ পরিবর্তন করিবেন।

(৪) প্রধান প্রকৌশলী প্রয়োজন মনে করিলে, আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত যে কোন বা সকল দলিল উহা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যাচাই করিয়া লইতে পারিবেন।

(৫) এই প্রবিধানমালা ও আবেদনপত্রের ফরম প্রধান প্রকৌশলী এবং কর্তৃপক্ষের পরিচালন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও সেবাপ্রদানকারী জোনসমূহ (মড্‌স) হইতে নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করা যাইবে।

(৬) জনস্বার্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন পরিচালন, সংরক্ষণ, বিতরণ ও সেবাপ্রদানকারী জোনসমূহ (মড্‌স) বা অন্য কোন স্থানে আবেদনপত্র গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২৯। **অনুমতিপূর্ব পরিদর্শন ও সংযোগ অনুমোদন।**—(১) প্রবিধান ২৮ এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃপক্ষের কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা প্রার্থিত সংযোগের অবস্থান, নিষ্কাশন মূল লাইনের আকারসহ স্থানীয় পয়ঃ নিষ্কাশন স্থাপনা ইত্যাদি পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে পয়ঃসংযোগ প্রদানের অনুমতি প্রদান যোগ্য সংযোগ পাইপের ব্যাস নির্ধারণ করিবেন এবং নির্ধারিত সংযোগ ফী, নিরাপত্তা জামানত ও অন্যান্য চার্জ, যদি থাকে, প্রদান সাপেক্ষে সংযোগ অনুমোদন করিবেন।

(২) আবেদনপত্র দাখিলের ত্রিশ দিনের মধ্যে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষা সম্পন্ন করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ কারণে উক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, পরিদর্শন কর্মকর্তা উক্তরূপ ব্যর্থতার যথাযথ কারণ লিখিতভাবে প্রধান প্রকৌশলীকে জানাইবেন এবং প্রধান প্রকৌশলীর নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি এই সময় আরও ত্রিশ দিন বর্ধিত করিতে পারিবেন এবং বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৩০। **পয়ঃ ও পানি লাইনের ব্যবধান।**—(১) পয়ঃ ও পানির লাইন পৃথক থাকিবে এবং দুই লাইনের মধ্যে সমান্তরালে অন্ততঃ ১০(দশ) ফুট এবং উল্লম্বিক অন্ততঃ ০১ (এক) ফুট ব্যবধান থাকিবে।

(২) যদি হোল্ডিং-এর অবস্থানগত কারণে পয়ঃলাইন ও পানির লাইনের মধ্যে উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত সামান্তরিক ১০ (দশ) ফুট ব্যবধান কোনভাবেই রাখা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পয়ঃ ও পানির লাইনের মধ্যে উল্লম্বিক দুই ফুটের ব্যবধান রাখিয়া সমান্তরালে ১০(দশ) ফুটের কম ব্যবধানে লাইন দুইটি স্থাপন করা যাইতে পারে।

(৩) পয়ঃলাইন অবশ্যই পানির লাইনের নীচে বসাইতে হইবে এবং কোনক্রমেই পয়ঃ ও পানির লাইন একই পরিখায় স্থাপন করা যাইবে না।

(৪) পয়ঃ ও পানির লাইন একে অপরকে ক্রস করিবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে এইরূপ ক্রসিং কোনভাবেই এড়ানো যায় না সেক্ষেত্রে, প্রধান প্রকৌশলী প্রস্তাবিত প্ল্যান পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনানুযায়ী পয়ঃলাইন স্থাপন বিষয়ে তাঁহার বিবেচনায় আবশ্যকীয় অতিরিক্ত নির্দেশনা দিতে পারিবেন।

৩১। **সংযোগ ফী ইত্যাদি।**—পয়ঃ সংযোগের জন্য আবেদনকারীকে এতদুদ্দেশ্যে সময় সময় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রবিধান ৩ এ শ্রেণীবিন্যাসকৃত পৃথক পৃথক শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত ফী এবং প্রবিধান ৩২ এর অধীন নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে।

৩২। **নিরাপত্তা জামানত।**—কোন পয়ঃসংযোগ প্রদানের পূর্বে একজন আবেদনকারীকে কর্তৃপক্ষের বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হইবে।

৩৩। সংযোগ ফি, ইত্যাদি পরিশোধ।—(১) সংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রবিধান ৩১ এর অধীন নির্ধারিত সংযোগ ফী এবং প্রবিধান ৩২ এ উল্লিখিত জামানত ও অন্যান্য চার্জ, যদি থাকে, পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফী ও জামানত ইত্যাদি পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে আবেদনকারীর অনুকূলে পয়ঃসংযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত বাতিল করা যাইতে পারে।

৩৪। পৃথক সংযোগ II(১) প্রতিটি হোল্ডিংয়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় পয়ঃনিষ্কাশন মূল লাইন হইতে হোল্ডিংয়ের সীমানা অভ্যন্তর পর্যন্ত একটি করিয়া পৃথক পয়ঃসংযোগ থাকিবে।

(২) একাধিক ভবন সমৃদ্ধ হোল্ডিংয়ের প্রতিটি ভবনের জন্য মূল নিষ্কাশন লাইন হইতে পৃথক পয়ঃসংযোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) প্রতিটি সংযোগের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে ফী দিতে হইবে।

(৪) সকল সংযোগ ক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক নির্ধারিত মানের পাইপ ব্যবহার করিতে হইবে।

(৫) পয়ঃসংযোগের জন্য পাইপ, ফিটিংস সংগ্রহ ও উহাদের স্থাপন ব্যয় আবেদনকারী বহন করিবেন।

৩৫। ফ্রটি নিরসন।—যখন কোন সার্ভিস লাইনে যে কোন ফ্রটি, অসন্তোষজনক অথবা এই প্রবিধানমালার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তখনই সেইগুলি পরিদর্শন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং উদ্ঘাটিত ফ্রটি হোল্ডিংয়ের মালিকের দৃষ্টিগোচর আনা হইবে যিনি প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশনা অনুসারে তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফ্রটি বা ফ্রটিসমূহ মেরামত বা সংশোধন করিবেন।

৩৬। পয়ঃ লাইনের প্রতিবন্ধকতা অপসারণ।—(১) যদি কখনও দেখা যায় যে, কোন হোল্ডিংয়ের অভ্যন্তরীণ কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে পয়ঃউপচাইয়া পড়িতেছে তাহা হইলে উক্ত হোল্ডিংয়ের মালিকের অনুরোধে উক্ত হোল্ডিংয়ের মালিক কর্তৃক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ফী প্রদান সাপেক্ষে, প্রধান প্রকৌশলী অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন হোল্ডিং হইতে গৃহ বর্জ্য, ইট পাথর বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ ম্যানহোলে নিষ্ক্ষেপের কারণে পয়ঃউপচাইয়া পড়িতেছে এবং উক্তরূপ নিষ্ক্ষেপিত বর্জ্য, ইট পাথর বা অন্য কোন কঠিন পদার্থ ৪(চার) ফুট হইতে ২০(বিশ) ফুট গভীরতা হইতে উত্তোলন করিয়া ম্যানহোল পরিষ্কার করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিকের নিকট হইতে টাকা ওয়াসা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) উপ-প্রবিধান ২ এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রতিবন্ধকতা অপসারণ বা পয়লাইন পরিষ্কার করিবার জন্য কোন যান্ত্রিক সরঞ্জাম ব্যবহার আবশ্যিক হয় তাহা হইলে উক্তরূপ প্রতি ১০০(একশত) ফুট পয়লাইন পরিষ্কার করিবার জন্য ১০০০.০০ (এক হাজার) টাকা চার্জ প্রদান করিতে হইবে এবং কর্তৃপক্ষ সময় সময় এই হার পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) মুদ্রাস্ফীতির কারণে পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে অতিরিক্ত ব্যয় বহনের প্রয়োজনে, কর্তৃপক্ষ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে, প্রতি বৎসরে অনধিক ০৫(পাঁচ) শতাংশ হারে এই প্রবিধানের অধীন আরোপযোগ্য চার্জ সমন্বয় করিতে পারিবে।

৩৭। সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।—(১) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে স্থাপিত অথবা অনুমোদন অনুসারে যথাযথভাবে স্থাপিত নহে এমন পয়ঃসংযোগ ‘অবৈধ সংযোগ’ হিসাবে গণ্য হইবে এবং কর্তৃপক্ষ বা তদ্বিকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন কর্মকর্তা এই প্রবিধানমালার বিধান অনুসরণক্রমে যে কোন অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে কোন হোল্ডিংয়ের মালিককে ১০(দশ) দিনের নোটিশ প্রদানপূর্বক কর্তৃপক্ষ যে কোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে অথবা যে কোন হোল্ডিংয়ের পানি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিতে পারিবে, যথা ঃ—

- (ক) যদি কোন হোল্ডিং বা মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করা না হইলে অথবা কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে ব্যর্থ হন;
- (খ) যদি মালিক কর্তৃপক্ষের পানির অভিকর, ফি, সারচার্জ ইত্যাদি অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন পাওনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন;
- (গ) যদি মালিক এই প্রবিধানমালার পরিপন্থী কোন পন্থায় সার্ভিস লাইনে হস্তক্ষেপ করেন, ক্ষতিসাধন করেন, পরিবর্তন ঘটান অথবা কোন পন্থায় উহা বিকৃত করেন;
- (ঘ) সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী, কোন পরীক্ষণ অথবা সংযোগ ট্যাপসমূহ পরিদর্শন অথবা হোল্ডিংয়ের প্লাম্বিং সিস্টেমের কোন লাগোয়া সরঞ্জামাদি পরিদর্শন, অভিকর আরোপ মূল্যায়ন অথবা মিটার রিডিং-এর জন্য হোল্ডিংয়ে প্রবেশে মালিক কর্তৃক বাধা দেওয়া হয় কিংবা প্রত্যাখ্যাত হয়;
- (ঙ) যদি ভূ-গর্ভস্থ রিজার্ভার হইতে পানি চুঁয়ায় অথবা উপচায় সার্ভিস পাইপে বা প্লাম্বিং সিস্টেম হইতে পানি চুঁয়ায় অথবা সার্ভিস লাইন বা প্লাম্বিং সিস্টেম এই প্রবিধানমালা অনুসারে পরিচালনা ও সংরক্ষণ করা না হয়।

(৩) উপ-প্রবিধান (২) এর দফা (ক) ও (খ) অনুসারে কোন পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার পূর্বে বা পানি সরবরাহ বন্ধ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিককে অন্ততঃ ত্রিশ দিনের এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে অন্ততঃ দশ দিনের পূর্ব নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৩৮। পুনঃসংযোগ।—প্রবিধান ৩৭ অনুসারে কোন পানির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে ক্ষেত্রমত, সকল বকেয়া পানি ও পয়ঃ বিল সম্পূর্ণ পরিশোধ কিংবা প্রধান প্রকৌশলীর নির্দেশিতরূপে কোন পয়ঃলাইনে সাধিত ক্ষতি, পরিবর্তন বা বিকৃতকরণের বিষয় সংশোধন করিবার পর ১০০০(এক হাজার) টাকা অথবা সময় সময় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পুনঃসংযোগ ফী প্রদানপূর্বক আবেদন করা হইলে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ে পানির পুনঃসংযোগ স্থাপনের অনুমতি দিতে পারিবেন।

৩৯। বস্তিতে পয়ঃসংযোগ।—(১) এই প্রবিধানমালায় যাহা কিছু থাকুক না কেন কর্তৃপক্ষ জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র বিমোচন বিবেচনায় বস্তিতে পয়ঃসংযোগ প্রদান করিতে পারিবে এবং এই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ সরকারের নীতিমালা মানিয়া প্রকল্প গ্রহণ করিতে পারিবে।

(২) কোন বস্তিতে প্রদত্ত পয়ঃসংযোগের ফিস, অন্যান্য ব্যয় এবং অভিকরের হার কোনক্রমেই আবাসিক হারের অধিক হইবে না।

(৩) সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের জমিতে গড়িয়া উঠা বস্তিতে পয়ঃসংযোগের জন্য স্থানীয় সহায়ক সংগঠন অতঃপর এই প্রবিধানে উক্ত সংগঠন বলিয়া উল্লিখিত, সরাসরি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উক্ত সংগঠন এর বরাবরে সংযোগ প্রদান করিবে। স্থানীয় সহায়ক সংগঠন নিয়ম অনুযায়ী কর্তৃপক্ষকে পয়ঃঅভিকর প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বস্তি উচ্ছেদ করিয়া কোন উন্নয়ন কাজ করিতে চাহিলে উক্ত বস্তিতে প্রদত্ত পয়ঃসংযোগের স্থাপন ব্যয় ও বকেয়া অভিকর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে গড়ে উঠা বস্তিতে জমির মালিক সরাসরি পয়ঃসংযোগের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী সংযোগ প্রদান করা হইবে এবং মালিক যথানিয়মে অভিকর প্রদান করিবে।

(৫) ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে গড়ে উঠা বস্তিতে জমির মালিক সংযোগ গ্রহণে অপারগ হইলে উক্ত সংগঠন মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট সরাসরি আবেদন করিতে পারিবে এবং যথানিয়মে সংযোগ প্রদান করা হইবে। উক্ত সংগঠন কর্তৃপক্ষকে যথানিয়মে অভিকর প্রদান করিবে। মালিক বস্তি উচ্ছেদ করিয়া জমিতে উন্নয়ন বা নির্মাণ কাজ করিতে চাহিলে মালিক পয়ঃসংযোগের নির্মাণ বা স্থাপন ব্যয় এবং বকেয়া অভিকর প্রদান করিবে।

(৬) মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত নয় এমন জমিতে গড়ে উঠা বস্তিতে উক্ত সংগঠন পয়ঃসংযোগের আবেদন করিতে পারিবে এবং কর্তৃপক্ষ যথানিয়মে সংযোগ প্রদান করিবে এবং উক্ত সংগঠন যথানিয়মে অভিকর প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মালিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর জমির মালিক বস্তি উচ্ছেদ করিয়া কোন নির্মাণ কাজ করিতে চাহিলে মালিক পয়ঃসংযোগ স্থাপন ব্যয় ও বকেয়া অভিকর পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৭) উক্ত সংগঠন বস্তির অভ্যন্তরে পয়ঃবিতরণ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং ওয়ার্ড সেনিটেশন টার্ন ফোর্স উহার কর্মকান্ড মনিটর করিবে।

(৮) এই প্রবিধানে যাহাই থাকুক না কেন কোন বস্তিতে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা ভূমি মালিকানার প্রমাণপত্র প্রদর্শন করিয়া এককভাবে ব্যক্তি বা সংস্থার নামে পয়ঃসংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৯) জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণকল্পে বস্তিবাসীদের পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ ভর্তুকি প্রদান অথবা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট হইতে সাহায্য নিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে পয়ঃসংযোগ খরচ নির্বাহ করিতে পারিবে।

(১০) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করিলে বাংলাদেশে কর্মরত কোন বেসরকারি সংস্থা/স্বৈচ্ছাসেবী সংস্থা এর নিকট হইতে এইরূপ পয়ঃনিষ্কাশন কাজে এবং অভিকর আদায়ে সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(১১) এই ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠনকে তফসিলের ৩খ নং ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং আবেদন অনুমোদনের পর তফসিলের ৪খ নং ফরমে কর্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে।

৪০। অতিরিক্ত শর্তাবলী আরোপ।—বিশেষ অবস্থায় যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন হোল্ডিংয়ে পয়ঃব্যবস্থা সংরক্ষণ ও পরিচালনায় এই প্রবিধানমালায় উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ শর্ত বা শর্তাবলী প্রয়োগ করা আবশ্যিক হইয়াছে তাহা হইলে বোর্ডের পূর্বানুমোদন, তদ্রূপ শর্ত বা শর্তাবলী আরোপ করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিক তাহা পালনে বাধ্য থাকিবেন।

বিবিধ

৪১। বকেয়া আদায়।—এই প্রবিধানমালার অধীন কোন ব্যক্তির নিকট বকেয়া পাওনা Public Demands Recovery Act, 1913 এর অধীন সরকারি দাবী হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

সংযোগ প্রার্থিত ভবনের তথ্য

ভবন নং	প্লট এরিয়া	পাকা ভবনের ক্ষেত্রে		কাঁচা/আধাপাকা কক্ষ সংখ্যা	নির্মাণ কাল	বিদ্যমান সংযোগ সাইজ	সংযোগ উদ্দেশ্য (আবাসিক/ বাণিজ্যিক/শিল্প)	ধরন (স্থায়ী/অস্থায়ী)
		তলার সংখ্যা	ফ্ল্যাট সংখ্যা					

(২) অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য :

ভবন নম্বর	ভূমির পরিমাণ	নির্মাণ কাজ শুরুর তারিখ	প্রার্থিত সংযোগ সাইজ	নির্মাণাধীন ভবন ব্যবহারের উদ্দেশ্য

(ঙ) যে রোড/সড়ক হতে সংযোগ দেওয়া হইবে তাহার নাম :

(চ) অগ্নি নির্বাপক, রাস্তার কল, সরকারি উদ্যান, গণ গোসলখানা, গণ শৌচাগার, জাতীয় সম্মেলন কেন্দ্র, ইত্যাদি :

- (I) সংযোগ স্থানের বর্ণনা :
 (II) প্রার্থিত ব্যাস :
 (III) প্রার্থিত সময়কাল :

০৩। প্লাম্বার তথ্য :

- প্লাম্বারের নাম :
 লাইসেন্স নং :
 ইস্যুর তারিখ :

০৪। যে রাস্তা অথবা সড়ক হইতে সংযোগ দেওয়া যাইবে উহার নাম :

০৫। সংযোগ প্রদানের পূর্বে অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হোল্ডিং এর বার্ষিক মূল্যায়ন করা হইয়া থাকিলে উহার বিবরণ :

- (ক) মূল্যায়নের বছর :
 (খ) নির্ধারিত অংক :

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এবং তদধীন প্রণীত পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃসংযোগ) প্রবিধানমালা, ২০১১ এর সকল বিধান সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছি এবং এতদসম্পর্কিত সকল বিধি-বিধানসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই বিষয়ে সময়ে সময়ে আরোপিত সকল শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

আপনার বিশ্বস্ত,

ঢাকা।২০.....

(দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর)

* অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।

২য় অংশ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়

পরিদর্শন প্রতিবেদন :

- (১) পরিদর্শনের তারিখ :
- (২) যে ওয়াটার মেইন হইতে প্রস্তাবিত মিটার চেম্বারের দূরত্ব :
- (৩) ওয়াটার মেইন যেখানে অবস্থিত :
- (৪) ওয়াটার মেইনে বিদ্যমান চাপ :
- (৫) রাস্তার মেইনের স্তর হইতে চৌবাচ্চার আকার, প্রকৃতি ও উচ্চতা :
- (৬) পরিদর্শন কর্মকর্তার সুপারিশকৃত সংযোগ পাইপের ব্যাস :
- (৭) প্রার্থিত ব্যাস অপেক্ষা কম/বেশী ব্যাসের পাইপ সুপারিশ করা হইলে উহার কারণ :
- (৮) বিদ্যমান হোল্ডিংয়ে কোন পানির সংযোগ আছে কি-না, থাকিলে উহার বিবরণ :
- (৯) পরিদর্শন কর্মকর্তার সুনির্দিষ্ট মতামত :

* (প্রয়োজনবোধে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)

পরিদর্শন কর্মকর্তার

স্বাক্ষর :

সীল :

৩য় অংশ

রাজস্ব কর্মকর্তার ছাড়পত্র

আবেদনকারী জনাব/বেগম..... এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং সরেজমিনে তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে প্রার্থিত হোল্ডিং নম্বরে আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প শ্রেণীর পানির সংযোগ প্রদানে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হইল/হইল না।

তাহার নিকট কর্তৃপক্ষের পাওনা অপরিশোধিত নাই/নিম্নোক্ত পাওনাসমূহ অপরিশোধিত রহিয়াছে :

১.

২.

৩.

রাজস্ব কর্মকর্তার

স্বাক্ষর :

সীল :

● অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।

৪র্থ অংশনির্বাহী প্রকৌশলী/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন

(ক) নিম্নোক্ত হোল্ডিংএ পানির স্থায়ী/অস্থায়ী সংযোগ প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হইল :

- (১) হোল্ডিং নং :
- (২) সংযোগের উদ্দেশ্য :
- (৩) সংযোগের আকার :
- (৪) অস্থায়ী সংযোগের ক্ষেত্রে সংযোগের সময়কাল :

(খ) নিম্নোক্ত কারণে তাঁহার আবেদনপত্রটি বিবেচনা করা গেল না।

- (ক)
- (খ)
- (গ)
- (ঘ)

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্বাক্ষর :

সীল :

- অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন।

(ঘ) পয়ঃ লাইনের যে সকল ফিক্সার সংযোজিত হইবে তাহার বিবরণ :

ফিক্সারের নাম	সংখ্যা
(১) রান্নাঘরের সিঙ্ক	
(২) ল্যাভেটরী	
(৩) লব্ধী ট্যাব	
(৪) বাথ ট্যাব	
(৫) শাওয়ার	
(৬)	
(৭)	
(৮)	
(৯)	

৩। পয়ঃ সংযোগ কাজ যিনি করিবেন তাহার নাম ও ঠিকানা—

৪। সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ে পানি সংযোগের বিবরণ—

পানি সংযোগ হিসাব নম্বর	সর্বশেষ বিলের মাস	বিলের পরিমাণ	বিল পরিশোধের তারিখ

পানি সংযোগ না থাকিলে, উহার কারণ :

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সঠিক। পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এবং পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃসংযোগ) প্রবিধানমালা, ২০১১ এর সকল বিধান সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছি ও এতদসম্পর্কিত সকল বিধি-বিধানসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই বিষয়ে সময়ে সময়ে আরোপিত সকল শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

আপনার বিশ্বস্ত,

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

২য় অংশ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন

(১০) পরিদর্শনের তারিখ :

(১১) রাস্তার যে প্রধান বা শাখা লাইন হইতে সংযোগ দেওয়া হইবে উহার ব্যাস :

(১২) প্রধান লাইন হইতে সংযোগস্থল পর্যন্ত দূরত্ব :

(১৩) ইনভার্ট হইতে ম্যানহোলের গভীরতা :

(১৪) হোল্ডিং অভ্যন্তরে নির্মিত পিট বা গর্তের সংখ্যা :

(১৫) সংযোগের জন্য সুপারিশকৃত ব্যাস (যদি সংযোগ সুপারিশ করা না হয় কিংবা প্রার্থিত ব্যাস অপেক্ষা ছোট আকারের ব্যাসের সংযোগ সুপারিশ করা হয় তবে উহার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করিতে হইবে) :

(১৬) পরিদর্শন কর্মকর্তার সুস্পষ্ট মতামত :

(প্রয়োজনবোধে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)

পরিদর্শন কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম :

সীল :

৩য় অংশ

রাজস্ব কর্মকর্তার ছাড়পত্র

আবেদনকারী জনাব/বেগম এর আবেদন ও পরিদর্শন কর্মকর্তার পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থিত হোল্ডিংয়ে পয়ঃ সংযোগ প্রদানে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হইল/হইল না।

তাঁহার নিকট কর্তৃপক্ষের পাওনা অপরিশোধিত নাই/নিম্নোক্ত পাওনাসমূহ অপরিশোধিত রহিয়াছে :

১।

২।

৩।

রাজস্ব কর্মকর্তার স্বাক্ষর

নাম :

সীল :

৪র্থ অংশ

নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদন

(ক) নিম্নোক্ত হোল্ডিংয়ে পয়ঃ সংযোগ অনুমোদন প্রদান করা হইল :

(৫) হোল্ডিং নং :

(৬) সংযোগের আকার :

(খ) নিম্নোক্ত কারণে প্রার্থিত সংযোগ অনুমোদন করা হইল না :

নির্বাহী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর

নাম :

সীল :

(ঘ) বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি :

(ঙ) পয়ঃ লাইনে যে বর্জ্য নিষ্কাশিত হইবে তাহার প্রকৃতি ও দৈনিক পরিমাণ :

প্রকৃতি	পরিমাণ

৩। পয়ঃ সংযোগ কাজ যিনি করিবেন তাহার নাম ও ঠিকানা :

৪। সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ে পানি সংযোগের বিবরণ :

পানি সংযোগ হিসাব নম্বর	সর্বশেষ বিলের মাস	বিলের পরিমাণ	বিল পরিশোধের তারিখ

পানি সংযোগ না থাকিলে, উহার কারণ :

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উপরের প্রদত্ত তথ্যসমূহ সঠিক। পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এবং পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন (পানি ও পয়ঃসংযোগ) প্রবিধানমালা ২০১১ এর সকল বিধান সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছি ও এতদসম্পর্কিত সকল বিধি-বিধানসহ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই বিষয়ে সময়ে সময়ে আরোপিত সকল শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

আমি আরও ঘোষণা ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি নিজ ব্যয়ে বর্জ্য প্রাক-শোধন পদ্ধতি সর্বদাই যথাযথভাবে পরিচালনা ও সংরক্ষণ করিব। যদি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে বা কোন দুর্ঘটনাবশতঃ কোন বর্জ্য কর্তৃপক্ষের পয়ঃ ব্যবস্থায় নিষ্কাশিত হয় তবে তাৎক্ষণিক তাহা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা আমার দায়িত্ব হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

২য় অংশ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার প্রতিবেদন

- (১) পরিদর্শনের তারিখ :
- (২) রাস্তার যে প্রধান বা শাখা লাইন হইতে সংযোগ দেওয়া হইবে উহার ব্যাস :
- (৩) প্রধান লাইন হইতে সংযোগস্থল পর্যন্ত দূরত্ব :
- (৪) ইনভার্ট হইতে ম্যানহোলের গভীরতা :
- (৫) হোল্ডিং অভ্যন্তরে নির্মিত পিট বা গর্তের সংখ্যা :

- (৬) সংযোগের জন্য সুপারিশকৃত ব্যাস (যদি সংযোগ সুপারিশ করা না হয় কিংবা প্রার্থীত ব্যাস অপেক্ষা ছোট আকারের ব্যাসের সংযোগ সুপারিশ করা হয় তবে উহার সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করিতে হইবে) :
- (৭) পরিদর্শন কর্মকর্তার সুস্পষ্ট মতামত :
(প্রয়োজনবোধে আলাদা কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)

পরিদর্শন কর্মকর্তার
স্বাক্ষর
নাম :
সীল :

৩য় অংশ

রাজস্ব কর্মকর্তার ছাড়পত্র

আবেদনকারী জনাব/বেগম.....এর আবেদন ও পরিদর্শন কর্মকর্তার পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রার্থীত হোল্ডিংয়ে পয়ঃ সংযোগ প্রদানে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হইল/হইল না

তাঁহার নিকট কর্তৃপক্ষের পাওনা অপরিশোধিত নাই/নিম্নোক্ত পাওনা অপরিশোধিত রহিয়াছে :

- ১।
- ২।
- ৩।

রাজস্ব কর্মকর্তার
স্বাক্ষর
নাম :
সীল :

৪র্থ অংশ

নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদন

- (ক) নিম্নোক্ত হোল্ডিংয়ে পয়ঃ সংযোগ অনুমোদন করা হইল :
- (১) হোল্ডিং নং
 - (২) সংযোগের আকার
- (খ) নিম্নোক্ত কারণে প্রার্থীত সংযোগ অনুমোদন করা হইল না :

নির্বাহী প্রকৌশলীর স্বাক্ষর

নাম :
সীল :

ফরম-৩ক

(প্রবিধান ১৫ (১১) দ্রষ্টব্য)

বস্তি এলাকায় পানি সরবরাহ লাইন স্থাপনের আবেদন

- (১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম :
- (২) রেজিস্ট্রেশন নম্বর :
- (৩) ঠিকানা :
- (৪) বস্তি এলাকার বর্ণনা :
- (ক) নাম :
- (খ) অবস্থান :
- (গ) ঘরের সংখ্যা :
- (ঘ) মোট লোক সংখ্যা :
- (৫) পরিচালনা সহায়ক সংগঠন (CBO)/..... সংস্থার বিবরণ :
- (ক) সভাপতির নাম ও ঠিকানা :
- (খ) সম্পাদকের নাম :
- (গ) সমিতির সদস্য সংখ্যা :
- (৬) সংযোগের বিবরণ :
- (ক) সংযোগ সাইজ :
- (খ) কলের সংখ্যা :

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, বস্তি এলাকায় পানির লাইন সরবরাহ করা হইলে এনজিও/CBO এর সহযোগিতায় সরবরাহ লাইন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও ওয়াসার বিল পরিশোধের জন্য আমরা দায়ী থাকিব।

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবী :

সীল

ফরম-৩খ

(প্রবিধান ৩৯ (১১) দ্রষ্টব্য)

বস্তিতে পয়ঃসংযোগের আবেদন ফরম

- (১) আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম :
- (২) রেজিস্ট্রেশন নম্বর :
- (৩) ঠিকানা : নাম :
- (৪) বস্তির বর্ণনা : সীল :
- (ক) নাম :
- (খ) অবস্থান :
- (গ) ঘরের সংখ্যা :
- (ঘ) মোট লোক সংখ্যা :
- (ঙ) পয়ঃ লাইনে দৈনিক নিষ্কাশনযোগ্য পয়ঃ এর পরিমাণ :
- (৫) পরিচালনা সহায়ক সংগঠন (সিবিও)/ বেসরকারী সংস্থার পরিচালনা :
- (ক) সভাপতির নাম ও ঠিকানা :
- (খ) সম্পাদকের নাম :
- (গ) সমিতির সদস্য সংখ্যা (সিবিও'র ক্ষেত্রে) :
- (৬) সংযোগের বিবরণ :
- (ক) সংযোগ সাইজ :
- (খ) যে মূল বা শাখা লাইন হইতে সংযোগ গ্রহণ করা হইবে সেই রোড বা অবস্থানের নাম :

এ মর্মে ঘোষণা ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত পয়ঃ সংযোগ প্রদান করা হইলে সরবরাহ লাইন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করিব এবং পয়ঃ বিল নিয়মিত পরিশোধের জন্য আমরা পরিচালনা সহায়ক সংগঠন (সিবিও) বেসরকারি সংস্থার সদস্যগণ একক ও যৌথভাবে দায়ী থাকিব।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

নাম :

পদবী ও সীল :

ফরম-৪ক
(প্রবিধান ১৫ (১১) দ্রষ্টব্য)

চুক্তিনামা

বস্তিতে পানির সংযোগের চুক্তিপত্রের নমুনা

১ম পক্ষ	২য় পক্ষ	৩য় পক্ষ
সভাপতি	বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক	নির্বাহী পরিচালক
..... ব্যবস্থাপনা কমিটি	ঢাকা ওয়াসা	(এনজিও/ CBO র নাম ও
..... বস্তি	৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,	ঠিকানা)
ওয়ার্ড নং, ঢাকা।	কাওরান বাজার, ঢাকা।	

ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এবং ঢাকা ওয়াসার মডুস জোন এর আওতাধীন নিম্নে বর্ণিত বস্তির ওয়াসার পানি সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করিল :

দায়িত্বসমূহ :

১. পানি ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব :

- * ওয়াটার পয়েন্টের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং নষ্ট হইলে নিজেদের খরচে ঠিক করিবেন।
- * পানি বিল নিয়মিত পরিশোধ করিবেন, কোন অবস্থাতেই বিল বকেয়া রাখা যাইবে না এবং পর পর ৩ মাস বিল বকেয়া থাকিলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে।
- * কোন অবস্থাতেই সদস্যদের নিকট থেকে বিলের অতিরিক্ত টাকা আদায় করা যাইবে না।
- * মাসিক বৈঠক বা সভা অনুষ্ঠান এবং সভার সিদ্ধান্ত অন্য পক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।
- * কমিটি নিজ দায়িত্বে হিসাব পরিচালনা ও সংরক্ষণ করিবেন।
- * এক বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করিবেন।

২. ঢাকা ওয়াসার দায়িত্ব :

- * নিয়মিত বিল তৈরী এবং প্রদান করিবেন।
- * কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করিবেন।
- * প্রয়োজনে সময় সময় সমন্বয় সভা করিবেন।

৩. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা স্থানীয় সহায়ক সংগঠকের দায়িত্ব :

- * ওয়াসার বিল পরিশোধ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন।
- * বিভিন্ন কারিগরী সহায়তা প্রদান করিবেন।
- * পানি সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করার উদ্যোগ নিবেন।
- * নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং ওয়াসাকে অবহিত করিবেন।

উল্লিখিত শর্তাবলী পালনে কোন সমস্যা কিংবা সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিন পক্ষ একত্রে বসিয়া সমাধান করিবেন। উপরোক্ত শর্তাবলী মানিয়া নিয়া আমরা তিন পক্ষ সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে সুস্থ মস্তিকে ও স্বেচ্ছায় এই চুক্তিনামায় দস্তখত করিলাম।

স্বাক্ষীগণ

স্বাক্ষর

১.

২.

৩.

ফরম-৪খ
(প্রবিধান ৩৬ (১১) দ্রষ্টব্য)

চুক্তিনামা

বস্তিতে পয়ঃ সংযোগের চুক্তিপত্রের নমুনা

১ম পক্ষ	২য় পক্ষ	৩য় পক্ষ
সভাপতি ব্যবস্থাপনা কমিটি বস্তি ওয়ার্ড নং, ঢাকা।	বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা।	নির্বাহী পরিচালক (এনজিও/সিবিওর নাম ও ঠিকানা)

ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত এবং ঢাকা ওয়াসার মডুস জোন এর আওতাধীন নিম্নে বর্ণিত বস্তির ওয়াসার পয়ঃসংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করিল :

দায়িত্বসমূহ :

১. পয়ঃ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব :

- * পয়ঃ লাইন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং নষ্ট হইলে নিজেদের খরচে ঠিক করিবেন।
- * পয়ঃ বিল নিয়মিত পরিশোধ করিবেন, কোন অবস্থাতেই বিল বকেয়া রাখা যাইবে না এবং পর পর ৩ মাস বিল বকেয়া থাকিলে সংযোগ বিচ্যুত করা হইবে।
- * কোন অবস্থাতেই সদস্যদের নিকট হইতে বিলের অতিরিক্ত টাকা আদায় করা যাইবে না।
- * মাসিক বৈঠক বা সভা অনুষ্ঠান এবং সভার সিদ্ধান্ত অন্য পক্ষগণের নিকট প্রেরণ করিবেন।
- * কমিটি নিজ দায়িত্বে হিসাব পরিচালনা ও সংরক্ষণ করিবেন।
- * এক বছর অন্তর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠন করিবেন।

২. ঢাকা ওয়াসার দায়িত্ব :

- * নিয়মিত বিল তৈরী এবং প্রদান করিবেন।
- * কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করিবেন।
- * প্রয়োজনে সময় সময় সমন্বয় সভার আয়োজন করিবেন।

৩. এন.জি.ও/সিবিও এর দায়িত্ব :

- * ওয়াসার বিল পরিশোধ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন।
- * বিভিন্ন কারিগরী সহায়তা প্রদান করিবেন।
- * পয়ঃ সংক্রান্ত কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধান করিবার উদ্যোগ লইবেন।
- * নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং ওয়াসাকে অবহিত করিবেন।

উল্লিখিত শর্তবালী পালনে কোন সমস্যা কিংবা সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তিন পক্ষ একত্রে বসিয়া সমাধান করিবেন। উপরোক্ত শর্তবালী মানিয়া নিয়া আমরা তিন পক্ষ সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে সুস্থ মস্তিষ্কে ও স্বেচ্ছায় এই চুক্তিনামায় দস্তখত করিলাম।

স্বাক্ষীগণ

স্বাক্ষর

১.

২.

৩.

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

প্রকৌঃ তাকসিম এ খান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,

তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd